পূর্বমেঘ

ISSN : 2320-4567

সোমেন চন্দ শতবর্ষ স্মরণ

PURBAMEGH
A journal of Literature and Social Science
First Publication : 1973
New Series :10 th Issue : Oct. 2018 - March 2019
ISSN : 2320-4567
পূর্বমেঘ
সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান
প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ ইং
নবপর্যায় দশম সংখ্যা : অক্টোবর ২০১৮-মার্চ ২০১৯ইং
উপদেষ্টা
তপোধীর ভট্টাচার্য, শফি আহমেদ, রাতুল দেববর্মণ, বিশ্বনাথ রায়,
ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী
সম্পাদনা
রামেশ্বর ভট্টাচার্য, মণিকা দাস, শ্যামল বৈদ্য
সহযোগ
জ্যোতির্ময় দাস, প্রসেনজিৎ দাস
প্রচ্ছদ ভাবনা ও প্রকাশনা
মণীশ চক্রবর্তী
ছবি ঋণ
দিলীপ মজুমদার
মুদ্রণ
উত্তর-পূর্ব প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা। ফোন : ৯৮৬৩৯১১৬৫৪
দূরালাপন
৯৪৩৬১২৭৩০৭, ৯৭৭৪৩৮৩৪৮৯, ৯৭৭৪৪২৫৬৬৩, ৯৪৩৬৯২৬৩৩১
ঠিকানা
হেমলতা কুটির,রামনগর-৭,আগরতলা,ত্রিপুরা-৭৯৯০০২
Email - chakrabortymanish97@gmail.com
প্রাপ্তিস্থান
আগরতলা ঃ অক্ষর-বইঘর। জ্ঞানবিচিত্রা-বুক্ ওয়ার্ল্ড।
কলকাতা ঃ ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, ব্লক-৪, স্টল নং-৫। পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট্
শিলচর ঃ চৌধুরী লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড
বাংলাদেশ ঃ সৈকত হাবিব, প্রকৃতি প্রকাশন, কাঁটাবন, ঢাকা। মোঃ - +৮৮১৭২৭৩২৮৭২৩
দীপঙ্কর দাস, বাতিঘর, চট্টগ্রাম। মোঃ - +৮৮১৭১৩৩০৪৩৪৪
বিনিময়- ১০০ টাকা

সূচি

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৯ আগুনের পাখি

বাসন্তী ভট্টাচার্য ১৪ সোমেন চন্দ : এক উজ্জ্বল উদ্ধার

সুতপা দাস ৫৯ কালের ঘোলাটে জল এবং অন্ধ শ্রীবিলাসেরা

মণিকা দাস ৬৬ সোমেন চন্দের বন্যা : বিত্তহীন মধ্যবিত্তের কথাচিত্র

গোলাম কিবরিয়া পিনু ৭৫ সোমেন চন্দ, প্রগতি লেখক সংঘ ও লেখক শিল্পীদের ভূমিকা

দিলীপ দাস ৮১ সোমেন চন্দ : এক বিষণ্ণ বিহান

বিকাশ রায় ৮৪ সোমেন চন্দের গল্পবিশ্ব : বহুমুখী বিস্তার

শৌভিক বাগ্‌চী ১০০ সোমেন চন্দ ও তাঁর দুটি গল্প : পাঠে অনুভবে

কল্পনা দে ১০৮ সোমেন চন্দ : দ্রোহকালের জীবন সৈনিক

জ্যোতির্ময় দাস ১১৩ সোমেন চন্দের অকল্পিত গল্পে নানাদিক

দিলীপ মজুমদার সোমেন চন্দ প্রসঙ্গে ——

১১৭ এপার বাংলায় সোমেন চন্দ : পুনরাবিস্কার ও প্রতিষ্ঠা

১২৫ সোমেন চন্দের জীবন সম্বন্ধে তথ্যচিত্রের খসরা

১৪২ সোমেন চন্দ-এর দুটি কবিতা

১৪৩ কিছু মূল্যবান চিঠিপত্র ও কিছু ছবি

বাসন্তী ভট্টাচার্য

সোমেন চন্দ : এক উজ্জ্বল উদ্ধার

দেশ-কালের গণ্ডি মুছে ফেলা শতাব্দী অতিক্রমী একটি নাম সোমেন চন্দ। জ্যাঠামশায় নাম রেখেছিলেন সোমেন্দ্র কুমার। এ নামের সংক্ষিপ্তকরণ ঘটান লেখক নিজেই করে নেন সোমেন। সোমেন চন্দ নামটি একশ বছর পেরিয়ে উচ্চারিত হলেও নামটির অনুষঙ্গেই উঠে আসে রাজনীতির কথা। বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ধারায় গণসাহিত্যের প্রথম রচনাকার সোমেন চন্দ। অবিভক্ত ভারতে কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাও ছিল রাজনীতির সচেতন জনপদ। সমকালীন রাজনীতির তরঙ্গে দোলায়িত হত ঢাকাবাসীর মন। এহেন ঢাকা শহরে বেড়ে ওঠা সোমেন চন্দর। তাঁর জন্ম হয়েছিল মামার বাড়িতে ধাউর গ্রামে ১৯২০ সালের ২৪শে মে। ঢাকার নরসিংদী অঞ্চলের বালিয়া গ্রামে ছিল সোমেনের বংশানুক্রমিক পৈতৃক ভিটে। গ্রামের জমি নির্ভর জীবন যাপন ছেড়ে সোমেনের জ্যাটামশাই ও বাবা চলে এসেছিলেন ঢাকা শহরে। পরবর্তীকালে আসেন দক্ষিণ মৈশুন্ডির ৪৭ নম্বর লালমোহন স্ট্রীটের পাঁচ কামরার ভাড়া বাসাতে সোমেন আমৃত্যু বাস করেছেন এখানেই। যদিও মৃত্যু ঘটেছিল ঢাকার রাজপথে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ। ঢাকার সূত্রাপুরে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' আয়োজিত সর্বভারতীয় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগদান করতে আসছিলেন সোমেন রেল শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে। বিরোধী রাজনীতির পোষা গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মিছিলে। ছত্রভঙ্গ মিছিল থেকে টেনে বের করে আনা হয় সোমেনকে। অতি নৃশংস ভাবে কুপিয়ে, চোখ উপড়ে, জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে, পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে হত্যা করা হয় তাঁকে। প্রাণশক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠে ছিল স্লোগান, বজ্রমুঠিতে ধরা ছিল পতাকা। রাজনৈতিক বিশ্বাসের পথে এসেছিল মৃত্যু। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে তিনি গড়ে তুলছিলেন তাঁর জীবন। এই বিশ্বাস ও আদর্শের কথাই গড়ে তুলেছিল তাঁর সাহিত্যের জগৎ। মাত্র বাইশ বছরেরও কম আয়ুষ্কালের শেষ চার-পাঁচ বছর তিনি লিখেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর লেখা গোটা তিরিশের গল্প, একটি উপন্যাস 'বন্যা', দুটি একাঙ্কিকা নাটক — 'প্রস্তাবনা' (১৯৩৯), 'বিপ্লব' (১৯৪১), তিনটি কবিতা, কিছু চিঠির সংকলন পাওয়া গেছে। এই লেখালেখির সূত্রেই তাঁর পরিচিতি বিস্তৃত হচ্ছিল। বিস্তৃত হচ্ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। বলা যায় এই রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল তাঁর নবপর্যায়ের সাহিত্যিক জীবন। আততায়ীর নিষ্ঠুর আঘাতে থেমে গিয়েছিল যে জীবন তাকে আমরা